## অপহৃত নাইজিরীয় ছাত্রীদের মধ্যে জীবিত মাত্র ১৫

**আবুজা, ১৫ এপ্রিল ঃ** নাইজিরিয়ার সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বোকো হারাম যে ১১২ জন স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করেছিল, তার মধ্যে এখন মাত্র ১৫ জন জীবিত রয়েছে। নাইজিরীয় সাংবাদিক আহমদ সালকিদা এই দাবি করেছেন। তিনি ছাত্রীদের মুক্তির বিষয়ে বোকো হারাম ও নাইজিরীয় সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছেন। যদিও নাইজিরীয় সরকার সালকিদার দাবি মানতে চায়নি। সরকারের এক মুখপাত্র জানান, চার বছর আগে অপহৃত ওই ছাত্রীদের মুক্তির বিষয়ে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটির সঙ্গে আলোচনা চলছে। ২০১৪ সালের ১৪ এপ্রিল নাইজিরিয়ার বোর্নো প্রদেশের চিবক শহরের একটি স্কুল থেকে সন্ত্রাসবাদীরা ২৭৬ জন ছাত্রীকে অপহরণ করে। পরে বেশকিছু ছাত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ১১২ জন ছাত্রীর এখনও খোঁজ মেলেনি। সালকিদা জানান, অপহরণের ঘটনার দু-সপ্তাহ পরেই তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গুডলাক জোনাথনের সরকার তাঁকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীটির সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছিল। সেই সময় থেকে তিনি কয়েকবার বন্দি বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সরকারের ঢিলেমির কারণে আলোচনা ভেস্তে যায়। এদিকে, রবিবার অপহরণের ঘটনার চতুর্থ বার্ষিকীর দিন ছাত্রীদের অভিভাবক ও কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ মিছিল করে অপহৃত ছাত্রীদের স্কুলে যান। যে সমস্ত অভিভাবক নিজেদের মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন, তাঁরা সাদা পোশাক পরেন। যাঁরা নিজেদের মেয়ে ফিরে পাননি, তাঁরা কালো পোশাক পরেন। এক নিখোঁজ ছাত্রীর অভিভাবক হান্নাতু দাউদু বলেন, 'আমরা চাই, যদি আমাদের মেয়েরা বেঁচে থাকে, তবে তাঁদের দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আর যদি তারা বেঁচে না থাকে, তবে তা আমাদের অন্তত জানানো হোক। যাতে আমরা তাদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে পারি।'

## জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিবাদে আত্মহত্যা

**নিউ ইয়র্ক, ১৫ এপ্রিল ঃ** জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন মার্কিন আইনজীবী ডেভিড বাকল (৬০)। নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনের প্রসপেক্ট পার্কে তাঁর মৃতদেহটি পাওয়া যায়। তাঁর দেহের পাশ থেকে পুলিশ একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। আমেরিকায় তৃতীয় লিঙ্গের অধিকারের জন্য লড়াইয়ের মুখ ছিলেন বাকল। সম্প্রতি তিনি যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন পরিবেশ সংগঠনেও। সুইসাইড নোট অনুযায়ী, পরিবেশের উপর জ্বালানির কুপ্রভাব বোঝাতেই তিনি এভাবে আত্মহত্যা করেছেন। সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন, 'বায়ু, জল, মাটি ও জলবায়ু বিষিয়ে যাওয়ায় আমাদের গ্রহ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। জ্বালানি ব্যবহার করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমি আমাদের ক্ষতিকারক অভ্যাসের দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।' তিনি এও লিখেছেন, 'এই কাজটি নতুন নয়। আগেও অনেকে নিজের অনুভূতি ঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য আত্মহত্যার রাস্তা নিয়েছেন।' নেব্রাস্কার রূপান্তরকামী ব্রেন্ডন টিনার ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযোগকারীর মুখ্য আইনজীবী হিসাবে সওয়াল করেছিলেন বাকল। ১৯৯৯ সালের সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই বছরই তৈরি হয়েছিল বিখ্যাত সিনেমা 'বয়েজ ডোন্ট ক্রাই'। এই সিনেমায় 'টিনা' চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অস্কার জিতেছিলেন হিলারি সোয়েঙ্ক।

## মালিতে জঙ্গি হামলায় হত ১, আহত বহু

**বামাকো (মালি), ১৫ এপ্রিল ঃ** মালিতে ফরাসি ও রাষ্ট্রসংঘের সেনাদের উপর রকেট ও গাড়ি বোমা হামলায় শান্তিরক্ষা বাহিনীর এক জওয়ান নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অনেকে। জঙ্গিরা রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা পোশাক পরে এসে টিম্বুকটু বিমানবন্দরের কাছে দুটি ঘাঁটিতে হামলা চালায়। তারা যে গাড়ি নিয়ে এসেছিল তাতে রাষ্ট্রসংঘের লোগো লাগানো ছিল। মালি সরকার জানিয়েছে, এই হামলায় বহু ফরাসি সেনা জখম হয়েছেন। নীল হেলমেট পরা জঙ্গিরা বেশ কয়েকটি রকেট ছুড়েছে। তারা যেসব গাড়ি এনেছিল তার মধ্যে দুটি গাড়িতে বিস্ফোরক ভরা ছিল। মালিতে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর উপর প্রায়শই হামলা হয়ে থাকে। ফ্রান্সের এই প্রাক্তন উপনিবেশে সে দেশের সামরিক উপস্থিতিও রয়েছে। টিম্বুকটু প্রদেশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁরা আগে কখনও এধরনের হামলা দেখেননি।

## জুকেরবার্গের জন্য ফেসবুকের খরচ প্রায় ৯০ লক্ষ ডলার

**ওয়াশিংটন, ১৫ এপ্রিল ঃ** ২০১৭ সালে মার্ক জুকেরবার্গের জন্য ফেসবুক ৮৯ লক্ষ ডলার খরচ করেছে। ওই সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষের একটি নথিতে ওই তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে, জুকেরবার্গের জন্য ওই বছর ফেসবুক বাড়তি ৫৩.৫ শতাংশ খরচ করেছে। তার মধ্যে বেশিরভাগই খরচ হয়েছে জুকেরবার্গের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে। বাকি খরচ ব্যক্তিগত বিমান ব্যবহারের জন্য। গতবছরও জুকেরবার্গের মূল বেতন ছিল ১ ডলার। কিন্তু ওইবছর তাঁর নিরাপত্তার খরচ বেড়ে হয়েছে ৭৩ লক্ষ ডলার। ২০১৬ সালে তা ছিল ৪৯ লক্ষ ডলার। ২০১৭ সালের গোড়ায় জুকেরবার্গ আমেরিকার এমন কিছু জায়গায় গিয়েছিলেন যেখানে তিনি আগে কখনও যাননি। এরফলে তাঁর ভ্রমণের জন্য অনেক বেশি অর্থ খরচ হয়।

## অ্যাপলের ১২ কর্মী ছাঁটাই

**নিউ ইয়র্ক, ১৫ এপ্রিল ঃ** সংস্থার অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁস করার অভিযোগে মার্কিন টেক জায়ান্ট অ্যাপল ১২ জন কর্মীকে গতবছর ছাঁটাই করেছে। অ্যাপলের এই গোপন তথ্যটিও কোনোভাবে ফাঁস হয়ে যায়। অ্যাপল কর্তৃপক্ষ তাদের গোপন একটি মেমোতে লিখেছে, গতবছর তথ্য ফাঁস করেছেন এমন ২৯ জন কর্মীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ১২ জনকে আটক করা হয়। জানা গিয়েছে, অ্যাপলের কর্মীরা বিনা অনুমতিতে নেটওয়ার্কে ঢুকেছেন এবং বাণিজ্যিক গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন। এই অপরাধে কয়েকজনের কারাদণ্ড হয়েছে এবং বড়ো অঙ্কের জরিমানা দিতে হয়েছে। আমেরিকার আইন অনুযায়ী এই দুটিকে অপরাধ বলে ধরা হয়। অ্যাপল কর্তৃপক্ষ কর্মীদের সতর্ক করে বলেছে, সংবাদমাধ্যম তাঁদের সঙ্গে বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু এর বিনিময়ে কর্মীদের হয়তো চাকরি হারাতে হবে। কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে অ্যাপল বলেছে, একবার তথ্য ফাঁস করার অভিযোগে চাকরি হারালে অন্য কোথাও চাকরি পাওয়া কঠিন হতে পারে।

*হংকংয়ে একটি অনুষ্ঠানে আমির খান। – পিটিআই*

# সিরিয়া নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে রাশিয়ার প্রস্তাব খারিজ

**নিউ ইয়র্ক ও দামাস্কাস, ১৫ এপ্রিল ঃ** সিরিয়ায় আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যৌথ বিমান হামলার নিন্দা করে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া যে প্রস্তাব পেশ করেছিল তা খারিজ হয়ে গিয়েছে। শনিবার মস্কোর ওই প্রস্তাবের পক্ষে ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে বলিভিয়া ও চিন ছাড়া আর কেউ ভোট দেয়নি। পেরু, কাজাখস্তান, ইথিওপিয়া ও গিনি ভোটদানে বিরত ছিল। নিরাপত্তা পরিষদের ৩ স্থায়ী সদস্য আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সহ ৮টি দেশ রাশিয়ার প্রস্তাবে বিপক্ষে ভোট দেয়। ওই বৈঠকে রাশিয়ার প্রতিনিধি ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া বলেন, সিরিয়ায় হামলা চালিয়ে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে।

সিরিয়ার দৌমায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা তা খতিয়ে দেখতে অর্গানাইজেশন ফর প্রোহিবিশন অফ কেমিক্যাল উইপন (ওসিপিডব্লিউ)-এর আধিকারিকরা সিরিয়ায় পৌঁছেছেন। রুশ প্রতিনিধির প্রশ্ন, ওই তদন্তের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে কেন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হল ? রাশিয়ার বক্তব্য, দৌমায় বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রাশিয়ার এমন অবস্থানের জবাবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্র কর্মসূচিকে পঙ্গু করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সিরিয়ার সরকার যদি আমাদের পরীক্ষা নিতে চায় তাহলে সেটা বোকার মতো কাজ হবে।' সিরিয়া নতুন করে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করলে আমেরিকাও ফের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাবে বলে নিকি হ্যালি জানিয়ে দেন। দামাস্কাসে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদ অবশ্য বলেছেন, সিরিয়ায় জঙ্গিদের নির্মূল করার যে অভিযান চলছে, পশ্চিমি দেশগুলোর হামলায় তা আরও এগিয়ে যাবে। কারণ পশ্চিমিদের হামলার মোকাবিলায় দেশের জনগণ আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠবেন। তিনি জানিয়েছেন, বিদ্রোহীদের দমন করতে সিরিয়ার সরকার যে অভিযান চালাচ্ছে তা অব্যাহত থাকবে। দামাস্কাসে সরকারের সমর্থকরা মিছিল করেছেন এবং সেই মিছিলে আমেরিকার বিরুদ্ধে স্লোগান উঠেছে। সিরিয়া সরকারের দাবি, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিলে যে ১০৩টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল তার মধ্যে ৭০টিকে আকাশে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ওই হামলার সমালোচনা করে ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেছেন, আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সামরিক উপস্থিতি কায়েম রাখতে এই হামলা চালাচ্ছে।

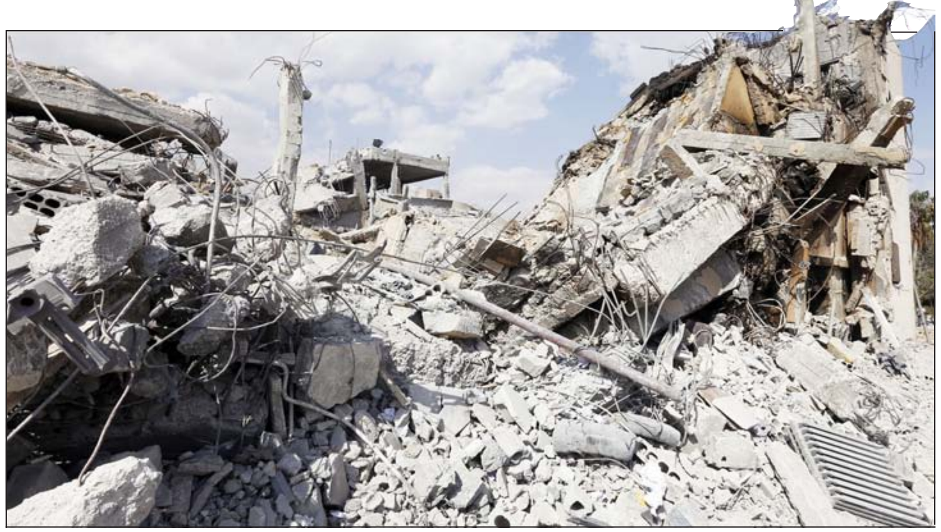

*ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে সিরিয়ার একটি গবেষণাগার। – এএফপি*

## দিল্লির রোহিঙ্গা শিবিরে আগুন

**নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ** দিল্লির সরিতা বিহারে রবিবার রাতে রোহিঙ্গা শিবিরে ভয়াবহ আগুন লাগে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে অন্তত ৫০টি বাড়ি। দমকলের ১১টি ইঞ্জিন কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। হতাহতের কোনো খবর নেই। শিবিরটিতে অন্তত ৩০০ জন রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছিল। রাত ৩ টে ৩৮ মিনিটে যখন আগুন লাগে তখন অনেকেই ঘুমিয়েছিলেন। তবে সবাইকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মহম্মদ শাকির জানিয়েছেন, 'আমরা ৬ বছর ধরে এখানে রয়েছি। আগুন লাগার ফলে অনেকেরই জিনিসপত্র ও টাকা পুড়ে গিয়েছে। নষ্ট হয়েছে শরণার্থী পরিচয়পত্রও।' জাভাদ নামে একজন রোহিঙ্গা জানিয়েছেন, 'শিবির পাহারা দেওয়ার জন্য একজন বেসরকারি নিরপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাকে বেতন দিতে প্রতি মাসে চাঁদা তুলে ৬ হাজার টাকা দেওয়া হত। কিন্তু গত ৩ মাস ধরে সে কাজে আসছিল না।' দমকল বিভাগের বক্তব্য, শিবিরে থাকা ৩টি গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটেছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## বাস-ট্রাক সংঘর্ষ, মৃত ১০

**সাহারানপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ** বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে বাসের সঙ্গে ট্র্যাক্টর ট্রেলারের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। নিহতদের মধ্যে ১০ বছরের এক বালকও রয়েছে। এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন ১৫ জন। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের কচ্ছ জেলার ৪২ নম্বর রাজ্য সড়কে। পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়িতেই বিয়েবাড়ির যাত্রী ছিল। দুর্ঘটনায় মৃত সকলে এবং আহত ১৫ জনের মধ্যে ১৪ জনই ট্র্যাক্টর ট্রেলারের যাত্রী। বাসের কেবল ১ যাত্রী গুরুতর চোট পেয়েছেন। ট্র্যাক্টর ট্রেলারটি ভুল রুট দিয়ে যাওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনা বলে মনে করছেন কচ্ছ পূর্বের এসপি ভাবনা প্যাটেল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়েবাড়ির লোকেদের নিয়ে কচ্ছের গান্ধিধাম শহর থেকে সিকরা গ্রামের কাছে কুমভদ্রা গ্রামে ফিরছিল বাসটি। আর সিকরা গ্রামের ২৫ জনকে নিয়ে ছাদারদা গ্রামে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল ট্র্যাক্টর ট্রেলারটি। কচ্ছের ভাছাউ শহরের কাছে ৪২ নম্বর রাজ্য সড়কে বাসটির সঙ্গে ট্র্যাক্টর ট্রেলারটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই ওই ট্রেলারের ৯ যাত্রীর মৃত্যু হয়। পুলিশ গুরুতর আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করলে সেখানে ১ জনের মৃত্যু হয়। বাসযাত্রীদের মধ্যে ১ জন গুরুতর আহত হলেও বাকিরা অক্ষত রয়েছেন।

## গোপন ই-মেল

**নিউইয়র্ক, ১৫ এপ্রিল ঃ** নতুন চেহারায় দেখা দিতে চলেছে জি-মেল। নতুন নকশার পাশাপাশি সেখানে থাকবে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য। নতুন সংস্করণের উন্মোচনের পর গ্রাহকরা গোপন ই-মেল আদানপ্রদান করতে পারবেন। কনফিডেনশিয়াল মোডে ই-মেল পাঠানো হলে প্রাপক তা অন্য কাউকে ফরোয়ার্ড করতে, ডাউনলোড করতে অথবা প্রিন্ট করতে পারবেন না। তবে ই-মেলের স্ক্রিনশট নেওয়া আটকানো যাবে না। গোপন এই ই-মেল খোলার জন্য প্রাপককে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে তিনি পাসওয়ার্ড পাবেন।

## বিস্ফোরণে হত ৪

**জেরুজালেম, ১৫ এপ্রিল ঃ** গাজা ভূখণ্ডে এক বিস্ফোরণে ইসলামিক জিহাদ গোষ্ঠীর ৪ জন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাবশত ওই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ইসলামিক জিহাদ। কিন্তু রাফা এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবি, ওই বিস্ফোরণের জন্য ইজরায়েল দায়ী। যদিও সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে ইজরায়েলের সেনাবাহিনী। ৩০ মার্চ ইজরায়েল-গাজা সীমান্তে প্যালেস্তিনীয়দের বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর গাজা ভূখণ্ডে হিংসা ছড়িয়েছে। ওই কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর ইজরায়েলি সেনাদের গুলিতে এখনও পর্যন্ত ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

### ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি উড়িয়ে দিল ঢাকা

# নাগরিকত্ব নয়, রোহিঙ্গাদের পরিচয়পত্র দেবে মায়ানমার

**ঢাকা, ১৫ এপ্রিল ঃ** রোহিঙ্গাদের সরকারি পরিচয়পত্র দিতে রাজি মায়ানমার সরকার। শনিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে তারা জানিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে যে রোহিঙ্গারা রাখাইনে ফিরে আসবে তাঁদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করবে প্রাদেশিক প্রশাসন। তবে সেই পরিচয়পত্রকে কোনো ভাবেই নাগরিকত্ব বলা যাবে না। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সঙ্গে হওয়া শরণার্থী চুক্তি মেনেই রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের তরফে যে ৮ হাজার শরণার্থীর তালিকা দেওয়া হয়েছিল তাঁদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তথ্য যাচাইয়ের পর শনিবার ৫ জন রোহিঙ্গাকে রাখাইনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের শরণার্থী শিবির থেকে তাঁরা পশ্চিম রাখাইনে ঢুকেছেন। রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে স্থানীয় প্রশাসন। আপাত তাঁদের মুংডো শহরের আশ্রয় শিবিরে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে তাঁদের গ্রামে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীদের মায়ানমারে ফিরে যাওয়ার দাবি খারিজ করে দিয়েছেন কক্সবাজারের শরণার্থী কমিশনার আবুল কালাম। তিনি বলেন, '৫ জনের একটি পরিবারকে নো ম্যানস ল্যান্ড থেকে রাখাইনে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে মায়ানমার সরকার। পরিবারটি বাংলাদেশের কোনো শরণার্থী শিবিরে ছিল না।' রোহিঙ্গা ইশ্যুতে মায়ানমারের ভূমিকায় হতাশ রাষ্ট্রসংঘ। সংঘের শরণার্থী শাখা জানিয়েছে, মায়ানমার এখনও বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের পক্ষে নিরাপদ নয়। বাংলাদেশে থাকা সব রোহিঙ্গা মায়ানমারে ফিরতে পারবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। রাখাইনে রোহিঙ্গারা যাতে নিজেদের অধিকার ও সম্মান নিয়ে থাকতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্বেগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ মায়ানমার। সেদেশের সমাজকল্যাণ দপ্তরের মুখপাত্র জানান, কিছুদিন আগে বাংলাদেশের কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেছেন মায়ানমারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী উইন মেট আওয়ে। প্রায় ৪০ জন রোহিঙ্গার সঙ্গে কথা বলেন তিনি। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা নেতা আবদুর রহিম জানিয়েছেন, 'আওয়েকে শরণার্থী শিবিরের পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে। রাখাইনে কীভাবে মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছে সেবিষয়েও তাঁকে অবগত করেছেন শরণার্থীরা। ৮ জন ধর্ষিতা তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। মায়ানমারের মন্ত্রীর সামনে জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন রোহিঙ্গাদের একাংশ।' রহিমের বক্তব্য, 'কয়েকপুরুষ ধরে মায়ানমারে থাকলেও রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার দিচ্ছে না মায়ানমার সরকার। ১৯৮২ সাল থেকে তাঁদের নাগরিক বলে মানতেও অস্বীকার করছে মায়ানমার। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রবিহীন জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা হয়।' বাংলাদেশে থাকা রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রসংঘের নজরদারিতে মায়ানমারে ফিরতে চাইছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

*প্যারিসে কালার রানে সেলফি তুলতে ব্যস্ত এক প্রতিযোগী। – পিটিআই*

# পাকিস্তানে শিখ পুণ্যার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাতে বাধা ভারতীয় হাইকমিশনারকে

**ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ** কূটনীতিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি হেনস্তা ও ভয় দেখানো নিয়ে ভারত-পাক চাপানউতোর বন্ধ করতে উভয় দেশ এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেও, বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। পাকিস্তানে ফের অসম্মানজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হল ভারতীয় হাইকমিশনারকে। বৈশাখী উৎসব উপলক্ষ্যে একটি সংস্থার আমন্ত্রণে গতকাল পাঞ্জাসাহিব গুরুদোয়ারায় যাচ্ছিলেন ভারতীয় হাইকমিশনার। কিন্তু সেখানে তাঁকে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। ভারত থেকে যাওয়া শিখ পুণ্যার্থীদের সঙ্গে হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। স্রেফ নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে তাতে বাদ সাধে পাক কর্তৃপক্ষ। হাইকমিশনারকে ফিরে যেতে বলা হয়। নজিরবিহীন এই অসৌজন্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছে ভারতীয় কূটনৈতিক মহল। পাক কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত। বিষয়টি ভিয়েনা চুক্তির পরিপন্থী। প্রতিবাদে তা উল্লেখও করেছে দিল্লি।

প্রতি বছরের মতো এবছরও বৈশাখী উৎসব উপলক্ষ্যে ভারত থেকে শিখ পুণ্যার্থীদের একটি দল পাকিস্তানে গিয়েছিল। ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা অনুযায়ী, উভয় দেশের পুণ্যার্থীরা ধর্মীয় স্থান পরিদর্শন করতে পারেন। পাকিস্তানের গুরুদোয়ারাগুলি দর্শন করতে ১২ এপ্রিল ভারত থেকে ১৮০০ শিখ তীর্থযাত্রীর একটি দল সেদেশে যায়। প্রোটোকল অনুযায়ী, তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনের কয়েকজন আধিকারিক থাকেন। চিকিৎসা অথবা জরুরি কোনো প্রয়োজনে পুণ্যার্থীরা যাতে অসুবিধায় না পড়েন সেজন্যই তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের যেতে দেওয়া হয়। এবার তাতে বাদ সাধে ইসলামাবাদ। পাক ভারতীয় হাইকমিশনের কোনো আধিকারিককেই এবার ভারতীয়দের সঙ্গে দেখাই করতে দেওয়া হয়নি। এই বৈরিতা শুরু হয় ওয়াঘা রেলস্টেশন থেকেই।

সাউথ ব্লক জানিয়েছে, পাক পাঞ্জাবের পাঞ্জাসাহিব গুরুদোয়ারায় ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে পুণ্যার্থীদের যাতে দেখা হয় সেজন্য ইভাকুই ট্রাস্ট প্রপার্টি বোর্ড (ইটিপিবি)-এর তরফে ভারতীয় হাইকমিশনারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পাক সরকার বাধা দেওয়ায় তা ফলপ্রসূ হয়নি। পাকিস্তানের এই ব্যবহার ১৯৬১-র ভিয়েনা চুক্তি লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগে জানিয়েছে দিল্লি। ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিকরা উভয় দেশের ধর্মীয় স্থানগুলি পরিদর্শন করতে পারবেন, এবিষয়ে ১৯৭৪ সালে দিল্লি ও ইসলামাবাদ চুক্তিতে সই করেছিল। কূটনীতিকদের প্রতি সৌজন্যতা নিয়েও উভয় দেশের মধ্যে কোড অফ কনডাক্ট স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯২ সালে।

ভারত থেকে পাকিস্তানে যাওয়া শিখ পুণ্যার্থী দলটির দেশে ফেরার কথা ২১ এপ্রিল।

## আইএস-এর শীর্ষ নেতা সহ গ্রেফতার ৭০

**আঙ্কারা, ১৫ এপ্রিল ঃ** শনিবার তুরস্কে অভিযান চালিয়ে ৭০ জন আইএস জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে তুরস্ক পুলিশ। তুরস্কের মধ্যে অ্যানাটোলিয়ায় এক্সিসেহর প্রদেশে আইএস জঙ্গিদের নয়টি ঘাঁটিতে অভিযান চালিয়ে এক শীর্ষ নেতা সহ ১০ জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে, ইস্তানবুলের ছয়টি জায়গায় অভিযান চালিয়ে মোট ৫১ জন আইএস জঙ্গিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেখান থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, হার্ড ডিস্ক উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের জেরা করে ইজমির প্রদেশ থেকেও তল্লাশি চালিয়ে ১০ জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গিরা সবাই ইরাকের বাসিন্দা। ধৃতদের জেরা করে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তুরস্ক পুলিশের এক আধিকারিক। জঙ্গিরা তুরস্কে বড়োসড়ো হামলা চালানোর ছক কষছিল বলে মনে করছেন তুরস্ক পুলিশের শীর্ষ নেতারা।

## জয়পুর বিমানবন্দরে আটক জিগ্নেশ

**জয়পুর, ১৫ এপ্রিল ঃ** জয়পুর বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গে আটক করা হল গুজরাটের দলিত বিধায়ক জিগ্নেশ মেবানিকে। রবিবার নাগোর জেলায় একটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় সংবিধান ও বিআর আম্বেদকারকে নিয়ে একটি আলোচনা সভায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু রাজস্থান পুলিশের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না। জয়পুর বিমানবন্দর থেকেই জিগ্নেশকে আমেদাবাদ ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গোটা ঘটনায় রীতিমতো বিস্মিত এই তরুণ বিধায়ক। একইসঙ্গে রাজস্থানের বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া সরকারের কাজকর্মেও ক্ষুব্ধ তিনি। কেন তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না জানতে চাওয়ায় জিগ্নেশকে জয়পুরের ডিসি জানান, উপর থেকে নির্দেশ রয়েছে। জিগ্নেশের তোপ, 'আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে মনুস্মৃতি নিয়ে আলোচনার জন্য নাগোরে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে বসুন্ধরা রাজের সরকার। কিন্তু আম্বেদকারের দর্শন নিয়ে কথা বলতে চাওয়ায় আমাকে আটক করা হল।' গোটা ঘটনাকে বেআইনি বলে দাবি করেন তিনি।

## শপথ নিলেন অরুণ জেটলি

**নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ** রবিবার রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। এদিন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর ঘরে শপথ নেন তিনি। শপথের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী অনন্ত কুমার, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা গুলাম নবি আজাদ প্রমুখ। গত ৩ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশ থেকে অরুণ জেটলি রাজ্যসভায় পুনর্নির্বাচিত হন। পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পরই তাঁকে রাজ্যসভার নেতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। কিডনির অসুখে বেশ কিছুদিন ধরে ভুগছিলেন জেটলি। সম্প্রতি এইমসে তাঁর ডায়ালিসিস হয়। গত সপ্তাহে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান।

# ইকুয়েডরের অপহৃত তিন সাংবাদিকের মৃত্যু

**কুইটো (ইকুয়েডর), ১৫ এপ্রিল ঃ** ইকুয়েডরের অপহৃত তিন সাংবাদিককে কলম্বিয়ার বিদ্রোহীরা খুন করেছে বলে নিশ্চিত করলেন ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি লেনিন মোরেনো। বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনীর নেতা গুয়াচোকে ধরার জন্য তিনি ১ লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তিন সাংবাদিকের অপহরণ ও হত্যার জন্য গুয়াচোকে দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। এই ঘটনায় মোরেনো ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অপহৃত সাংবাদিকদের জীবিত থাকার প্রমাণ দাখিলের জন্য অপহরণকারীদের ১২ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন, 'সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা নিশ্চিত হয়েছি, সাংবাদিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই এদের নেই। তবে আমরা আতঙ্কিত নই।' মোরেনো জানান, শীঘ্রই তিনি সীমান্তে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এছাড়াও সাংবাদিকদের দেহ উদ্ধারের জন্য মধ্যস্থতা করতে ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধিরা যাবেন বলে জানা গিয়েছে। এর আগে পেরু থেকে ফিরে গত বৃহস্পতিবার রাতে মোরেনো জানিয়েছিলেন, অপরাধীদের কখনোই তাদের আইন কায়েম করতে দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, 'আমরা ওদের সঙ্গে লড়ব এবং ওদেরকে পরাস্ত করব।'

গত ২৬ মার্চ কলম্বিয়ার বিদ্রোহীদের একটি দল সাংবাদিক জাভিয়ের অরতেগা, চিত্র সাংবাদিক পল রিভাস এবং তাঁদের গাড়ির চালক এফ্রাইন সেগেরাকে অপহরণ করে। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি ২০১৬ সালে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে অস্ত্র ত্যাগ করে রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল।

কলম্বিয়ার একটি সংবাদমাধ্যম অপহৃত সাংবাদিকদের ছবিগুলো ইকুয়েডরের প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছে। তারা সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছে বলে জানা গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি মোরেনো বলেন, ছবিগুলোর সত্যতার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

সীমান্ত থেকে ৩৬৪ মাইল দূরে ইকুয়েডরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপকূলবর্তী প্রদেশ এসমেরালদাস থেকে তিন সাংবাদিক অপহৃত হন। এই অঞ্চলটি দীর্ঘ সময় ধরে কলম্বিয়ার মাদক পাচার এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত।

কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি হুয়ান মানুয়েল সান্তোস বলেন, 'মোরেনোর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আমি একাধিকবার বলেছি যে আমার সার্বিক সমর্থন তাঁর সঙ্গে আছে এবং থাকবে। একইসঙ্গে কলম্বিয়ার সেনাবাহিনী ও এই দেশের মানুষও তাঁর পাশে রয়েছে।'